মেহেরপুরে ডেঙ্গু ও করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ডেঙ্গু ও করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ডেঙ্গু ও করোনা সংক্রমণ রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, চিকিৎসা প্রস্তুতি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, “ডেঙ্গু ও করোনা উভয় রোগই জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। এ দুটির প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ.কে.এম. আবু সাইদ,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহারিয়ার শাইলা জামান, মেডিকেল অফিসার ডা. মো. ইনজামামুল হক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব শিশুশ্রম

প্রতিরোধ দিবস পালিত

“স্বপ্নের ডানায় ভর করি, শিশুশ্রমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি; এগিয়ে চলি দীপ্ত পায়ে, আশার আগুন বুকে জ্বালি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার আয়োজনে এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দিবসটি উদযাপন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি তাদের রক্ষা করতে না পারি, তবে দেশকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না। শিশুশ্রম প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে সরকারসহ বিভিন্ন এনজিও ও সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিভাবকদের হতে হবে আরও সচেতন, পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান শ্রেণীকেও শিশুদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং শিশুশ্রম রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।”

মুজিবনগরে শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র আয়োজনে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস।

সোমবার সকালে গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি’র ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

গুডনেইবার্সের প্রোগ্রাম অফিসার রাসেল শেখের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিএমসি’র সভাপতি রেহেনা পারভিন, শিশু পরিষদের সভাপতি প্রত্যাশা মণ্ডল, সদস্য জুনায়েদ, সিডিসি সদস্য দীপ্তি কীর্তনিয়া, ‘নেইচার অ্যান্ড পিস ক্লাব’-এর সদস্য সুস্মিতা খাতুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে শিশু শ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ মে) সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ইউএনও বলেন, সুশাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কোনো ধরনের অপরাধ, বিশেষ করে মাদক ও চোরাচালান, বরদাশত করা হবে না। তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন শাখাকে তথ্যভিত্তিক ও সমন্বিত অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল। তিনি চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসময় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজ নিজ এলাকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং সেগুলোর দ্রুত সমাধানে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কমিটির পক্ষ থেকে নিয়মিত তদারকি চালানো হবে এবং প্রয়োজনে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। সভা শেষে জনগণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরে আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা

এসো দেশ বদলায়, পৃথিবী বদলায় এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ তরিকুল ইসলামের

সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এসময় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল আমিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিল খান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, টিটিসির প্রিন্সিপাল আরিফ হোসেন তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

মেহেরপুরে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার সংক্রান্ত সেবার পরিধি ও মান উন্নয়নসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারি ‘জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ’ উদযাপন হচ্ছে।

বুধবার সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক রাশেদুল বশির, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে কনসালটেন্ট ডা. ইনজামাম উল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, ডা. সুরাইয়া শারমিন প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন বলেন জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার মরণ ব্যাধি, যা প্রাথমিকভাবে সাধারণত কোনো দৃশ্যমান পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ করে না। নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা গেলে এই ক্যান্সারের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব।

শুরুতে এ ক্যান্সার নির্ণয় করতে পারলে অনেক মা-বোনের জীবন রক্ষা করা যাবে।

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ অংকুরের আয়োজনে গতকাল রাতে স্থানীয় প্রান্তিক কনভেনশন হলে এ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অংকুরের সহ-সভাপতি ও এরিনা এগ্রো কেয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জিয়াউল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অংকুরের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অংকের সভাপতি মসলেম আলী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিও এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম, অংকুরের সহ-সভাপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আহসান হাবীব রওনক, নাট্য ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জয়নাল আবেদীন, হায়দার আলী, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদ ।

বক্তাগন বলেন,প্রথমে নিজ নিজ বাড়ি থেকে প্রত্যেক অভিভাবককে তার সন্তানদের বুঝাতে হবে ও সচেতনতা করে গড়ে তুলতে হবে, নইলে অনলাইন জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভব না। তাই এখন থেকেই প্রত্যেক অভিভাবক কে সচেতন হতে হবে।

ঝিনাইদহ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও আলোচনা সভা

ঝিনাইদহে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে শরীরর্চ্চা ও কায়িক পরিশ্রম নিশ্চিতে খেলার মাঠ, পার্ক ও উম্মুক্ত স্থানের বাজেট বরাদ্দ গাইড লাইন শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ‘সিএলপিএ’র সহযোগিতায় এবং পদ্মাসমাজ কল্যাণ সংস্থা ওসি. নেট-এর বাস্তবায়নে ঝিনাইদহ পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাইফুল ইসলাম মধু‘র সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মুস্তাক আহম্মেদ, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: বদরউদ্দীনসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এ্যাডভোকেসীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: হাবিবুর রহমান এর পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহয় করেন, মানবাধিকারকর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিনুর রমান টুকু, স্থাপতি ও শিক্ষক হাসিবুল কবির, প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গাউস গোর্কি, নোবেল পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটর-এর শিক্ষক নাজমুল আলম রিগান, এসএসটিভি ও দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, দৈনিক রানার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বসির আহাম্মেদ, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার, ঝিনাইদহ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মুন্সী মো: আবুজাফর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, পদ্মা ইয়ুথ ইনেসিয়েটিভ-এর সমন্বয়কারী মেহেদী হাসান প্রমুখ।

এছাড়াও আলোচনা সভায় স্টেডিয়াম পুকুরকে সাঁতার উপযোগি করে গড়ে তোলা, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে হাঁটার পরিবেশ করা ও কলাবাগান রোড থেকে শুরু করে নদীর পাড়ে হাঁটার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া এবং বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও পরবর্তিতে পৌরসভা মাষ্টারপ্লান তৈরীর বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

মাদক ও তামাক নির্মূল করতে প্রতিরোধে জোর দিতে হবে

মাদকের আগ্রাসনে তরুণ সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুস্থ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে মাদক নির্মূলের বিকল্প নেই। কিশোর-তরুণদেরকে মাদক ও তামাকের নেশা থেকে দুরে রাখতে প্রতিরোধ কর্মসূচি জোরালো করতে হবে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে ০৯ জুলাই ২০২৪, সকালে বারডেম হাসপাতাল মিলনায়তনে মানস- মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা, এমপি। তিনি বলেন, কোন বাবা-মা চান না তার সন্তান বিপথগামী হোক। পরিবারে একজন মাদকাসক্ত থাকলে পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজ তাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখে। একটা সময় ছিলো যখন পথশিশু, ছিন্নমুল মানুষদের মধ্যে মাদকাসক্তি বেশি ছিলো। কিন্তু, বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মাদকাসক্তি সমস্যা বাড়ছে। মাদকের নেতিবাচক প্রভাব পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এজন্য প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়ে মাদক বিরোধী প্রচারণা বাড়াতে হবে, প্রতিরোধে জোর দিতে হবে। দেশে মাদকের চিকিৎসায় উন্নতমানের রিহ্যাব সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটাও লক্ষণীয় যে, চিকিৎসা নিয়ে অনেকে পূণরায় মাদকে আসক্ত হচ্ছে। তাই নিজেদের পরিবার ও সমাজ থেকে তামাক, মাদক সরিয়ে নিতে পারলে সমস্যা নিরসন সহজতর হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ সকল কাজে সহায়তা করবে।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খোন্দকার মেস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট এর প্রিন্সিপাল অধ্যাপক নাজমা হক, এবং ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) এর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর (ড্রাগস এন্ড এইচআইভি/এইডস) মো: আবু তাহের। মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা

অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান তালুকদার। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মাহি খন্দকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ‘মানস’ এর প্রকল্প সমন্বয়কারী উম্মে জান্নাত এবং সভা আয়োজনে সহায়তা করে ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট।

প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী বলেন, অনেক ধরনের নেশা আছে। মাদকের নেশা ভয়ঙ্কর। মাদকের ফলাফল কখনোই ভালো হয় না। তামাক ও ধূমপান দিয়ে মাদকাসক্তির শুরু হয়। মাদকাসক্তের মধ্যে ৯৮% ধূমপায়ী। মাদক তিলে তিলে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের পেছনে বড় কারণ মাদক। বাংলাদেশ মাদকে সয়লাভ হয়ে গেছে দেশ। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাদক দেশে ঢুকছে যা আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটি মাদকাসক্ত রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই কিশোর-তরুণ! এদের ৬০ শতাংশ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, যা অত্যন্ত আতঙ্ক ও ভয়ের কারণ। মাদক নির্মূলে মাদকের সহজলভ্যতা রোধ, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ, মাদকাসক্তদের প্রতি বন্ধুত্বসূলভ আচরণ প্রদর্শন ও চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ’ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। দেশে মাদক নির্মূলে কঠোর আইন প্রণীত হয়েছে। মাদকাসক্তি একটি মানসিক রোগ তাই ঘৃণা নয়, ভালোবাসা দিয়ে মাদকাসক্তদের সারিয়ে তুলতে হবে এবং মাদক গ্রহণ প্রতিরোধ করতে হবে। মাদক নির্মূলে তামাক অর্থাৎ- ধূমপানে নিয়ন্ত্রণে কাজ জোরালো করতে হবে।

খোন্দকার মেস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি বলেন, মাদক আসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও মাদক নিয়ন্ত্রণ যুক্ত রয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি উল্লেখ করেছেন। বিজিবি, কোস্টগ্রার্ড, পুলিশসহ অনেকগুলো সংস্থার সমন্বয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করছে। মাদকের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চলমান থাকবে। কারণ, আমাদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে তরুণ-যুবক বেশি, যা ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট’ বলা হয়। এই জনগোষ্ঠির জন্য অর্থ ব্যয় করলে আগামী দিনে সুস্থ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জাতীয় পত্রিকার তথ্য তুলে ধরে

তিনি আরো বলেন, জেলখানায় মাদকের ৪০ ভাগ মাদকাসক্ত। দেশে দৈনিক ২০ কোটি টাকার মাদক সেবন হয়। মাদক ব্যবসায় ২০০ এর বেশি গডফাদার রয়েছে। এদের আইনের আওতায় আনা জরুরি। অনুষ্ঠানে মাদক চোরাকারবারীদের ধরতে সহায়তাকারীকে নগদ অর্থ পুরস্কারের ঘোষণা দেন তিনি।

অধ্যাপক নাজমা হক বলেন, সেরা জীব হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ধূমপান, মাদক দিয়ে আমরা জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছি। সব দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করে দিয়ে বসে থাকলে হবে না বরং নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। চলচ্চিত্রে নায়কদের ধূমপান দেখে মানুষ উৎসাহিত হয়। এ ধরনের মাদক, তামাকের হাতছানি বন্ধ করতে হবে। তরুণরাই সমাজের সম্ভাবনাময় ও যোগ্য প্রতিনিধি। একজন মা হিসেবে তরুণদেরকে মাদকমুক্ত থাকার আহ্বান জানাতে চাই।

মো: আবু তাহের বলেন, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। কারণ মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলেই মানুষ মাদকে উৎসাহিত হয়। এখন নারীদের মধ্যেও মাদক ব্যবহার বাড়ছে। বর্তমানে ঢাকা, নারায়নগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় মাদকাসক্তদের মধ্যে এইচআইভি এইডস্ রোগ বাড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক! অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের একটা বড় মাধ্যম মাদক বেচাকেনা। অর্থের প্রলোভনে রাজনৈতিক ছত্রছায়া, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রভাবশালীদের দ্বারা মাদকের বিস্তার ঘটছে। মাদকদ্রব্যের আগ্রাসন প্রতিরোধে সচেতনতা ও চিকিসায় সেবা সহজলভ্য ও মান বাড়ানো এবং এসব খাতে অর্থ বরাদ্দের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সভায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ, ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ এর শিক্ষকবৃন্দ ও শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

জীবননগরে ইমাম খতিব ও আলেমদের

সাথে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ আলোচনা

জীবননগর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমাম খতিব ও আলেমদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ দ্বীন ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আইয়ুব হোসেন খান প্রমুখ।